23388 - মুদ্রাস্ফীতির প্রেক্ষিতে প্রদেয় মুনাফা সুদ

প্রশ্ন

আমি জানি যে, সুদ প্রদান করা হারাম। কিন্তু মুদ্রাস্ফীতির প্রেক্ষিতে উদ্ভুত সুদ প্রদান করার হুকুম কি? উদাহরণতঃ আমি যদি ৫০ পাউন্ড ঋণ নিই এবং সেটা পাঁচ বছর পরে ফেরত দিতে চাই, পাঁচ বছর পরে ৫০ পাউন্ডের মূল্য পরিবর্তন হয়ে যাবে। তাই আমি যেই ঋণ গ্রহণ করছি পাঁচ বছর পরে সেটার মূল্যের সমান অংক পরিশোধ করব।

আমি ছাত্রদের জন্য প্রদেয় ঋণ গ্রহণ করতে চাই। এই ঋণের উপর মুদ্রাস্ফীতির মুনাফা আছে। এটা কি জায়েয হবে?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।.

এক:

আপনি যদি কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান থেকে পাঁচ বছরের জন্য ৫০ পাউন্ড ঋণ গ্রহণ করেন তাহলে আপনার উপর এই মুদ্রাতে কেবল এই অংকটি ছাড়া অন্য কিছু পরিশোধ করা আবশ্যক নয়। এমনকি যদি মুদ্রার দর পড়ে যায় তবুও; যতক্ষণ পর্যন্ত এই মুদ্রাতে লেনদেন চলমান থাকে।

ইতিপূর্বে **12541** নং প্রশ্নোত্তরে উল্লেখ করা হয়েছে যে, মুদ্রার দাম কমে যাওয়ার কারণে ঋণ পরিশোধে অতিরিক্ত প্রদান করা হারাম এবং এটি সুদ হিসেবে গণ্য। এটাই জমহুর আলেমের অভিমত।

দুই:

যে ব্যক্তি কোন এক মুদ্রায় ঋণ গ্রহণ করে অন্য মুদ্রায় পরিশোধ করার জন্য চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন তিনি সুদে লিপ্ত হলেন। কেননা এই লেনদেনের স্বরূপ হচ্ছে এক শ্রেণীর নগদ মুদ্রাকে অন্য শ্রেণীর মুদ্রায় বাকীতে বিক্রি করা। এটি হারাম। এটিও এক প্রকার সুদ। যেটাকে বলা হয় 'রিবা নাসিয়া'।

কিন্তু ঋণগ্রহীতা ঋণ পরিশোধ করার সময় ঋণদাতার সাথে অন্য মুদ্রায় ঋণ পরিশোধ করার সমঝোতা করে নিতে পারেন।

পূর্বোক্ত উদাহরণে যখন পাঁচ বছর অতিবাহিত হবে তখন ৫০ পাউন্ড পরিশোধ করা আপনার উপর আবশ্যক হবে। তবে ঋণ পরিশোধ করার দিন আপনি ঋণদাতার সাথে সমঝোতা করতে পারেন যে, আপনি তাকে অন্য মুদ্রাতে যেমন ডলারে সমমূল্য

পরশিোধ করবনে। তবে শর্ত হলো সটো পরশিোধ করার দনিরে বনিমিয় দর (exchange rate)-এ হতে হবে।

তনি:

পক্ষান্তরে, এমন কোন ঋণ গ্রহণ করা যার উপর মুদ্রাস্ফীতরি মুনাফা আছে: ইতপূর্বে উল্লখে করা হয়ছে যে, মুদ্রাস্ফীতরি মোকাবলিায় অতরিক্তি গ্রহণ করা— হারাম ও তা সুদ। সুতরাং এই ঋণ গ্রহণ করা আপনার জন্য জায়যে হবে না। কনেনা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সুদগ্রহণকারী, সুদদাতা, সুদরে লখেক, সুদরে সাক্ষীদ্বয় সকলকে লানত করছেনে এবং বলছেনে: তারা সবাই সমান।[সহহি মুসলমি (১৫৯৮)]

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।